বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড
আজো শোধ হয়নি জাতীয় দায়

বেদনাদীর্ণ ১৫ আগষ্ট আজ। আজ শোক ও মূল্যায়নের ক্ষণ। কেবল আমাদের জাতীয় ইতিহাসই নয়, আধুনিক ইতিহাসে ব্যক্তি নায়কের ভূমিকায় শেখ মুজিব এক অনন্য চরিত্র। মহাত্মা গান্ধী জননায়ক ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, জওয়াহেরলাল নেহরু রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন কিন্তু জননায়ক ছিলেন না। কিন্তু শেখ মুজিবের প্রভাবের বিস্তার জনগণের হৃদয় থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তার 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিপ্রাপ্তি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানের মধ্যে এ দুই গুণাবলির সাক্ষাৎ প্রমাণ নিহিত। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি, ছয় দফা ঘোষণা থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে তিনি একাধারে রাষ্ট্র ও জনগণ উভয়েরই শিরোমণি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন একই সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

তার উত্থান যত বীরত্বপূর্ণ তার মৃত্যুও তেমনই করুণ ও বিপর্যয়কর। তাকে হত্যা করে ঘাতকের দল জনগণকে যেমন নেতৃত্বহীন করেছে তেমনি রাষ্ট্রকে করেছে পথচ্যুত ও অভিভাবকহীন। এটা সত্য, জননায়ক হিসেবে তিনি যতটা সফল ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ততটা নন। কিন্তু একটা বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি কেবল একটি রাষ্ট্রের স্থপতিই নন, সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের আদর্শিক ও রাজনৈতিক প্রতিভূও ছিলেন তিনি। মৃত মুজিব এখন আর কেবল ব্যক্তি নন। তাই ব্যক্তি হিসেবে অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তার ত্রুটি-বিচ্যুতির নামে বাংলাদেশ নামক ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে তার যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক মহাকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত, তা অস্বীকার করা যাবে না। তা করার অর্থ রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মাত্রাকে অস্বীকার করা। ইতিহাসে তার প্রাপ্য স্থানটিতে তাকে বসিয়েই সেই সমালোচনা হতে দোষ কোথায়! অথচ সেই যৌক্তিক সমালোচনার বদলে পাওয়া যাচ্ছে অপরিণামদর্শী অস্বীকার। তার সাক্ষাৎ প্রমাণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যথাযোগ্য স্বীকৃতিদান এবং তার ঘাতকদের উচিত বিচার তিন দশকেরও বেশি ঝুলে থাকা। কেবল ফৌজদারি বিচার নয়, তার ঘাতকদের রাজনৈতিক বিচারটিও একইভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের প্রথম লগ্নে রাষ্ট্রের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে আসে তার সঠিক খতিয়ান ও ক্ষতিপূরন কীভাবে সম্ভব? কারণ, সেই পাশবিক হত্যাকান্ড বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভিতকে গভীরভাবে টলিয়ে দিয়েছিল এবং সেটাই ছিল ঘাতকদের উদ্দেশ্য। এর জের আজো চলছে। একে সুস্থির করতে হলে অন্য অনেক উদ্যোগের পাশাপাশি জাতীয় ইতিহাসে ও রাষ্ট্রীয় ক্যালেন্ডারে শেখ মুজিবের যথাযোগ্য স্থান নিরূপণ জরুরি কর্তব্য। জাতীয় নায়কদের নিয়ে বিতর্ক জাতীয় ঐক্যকেই কেবল বিনষ্ট করে।

আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্ববৃহৎ ঐক্য এবং সর্ববৃহৎ লড়াই ১৯৭১ সালেই ঘটেছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি ও বৈধতা এর ওপরই গাঁথা। একে অস্বীকার করার অর্থ জাতি হিসেবে হীনমন্যতায় ভোগা। ইতিহাস হত্যার রোগ আমাদের শাসকদের থাকতে পারে। কিন্তু জাতীয় জীবনের মৌলিক মুহূর্তগুলোকে অবজ্ঞা করা শুধু রোগ নয়, ব্যাধির সমান। আমাদের রাজনীতির দুটি জাতীয়তাবাদী পক্ষই এ বিষয়কে অহেতুক কালিমালিপ্ত করেছে। মনে রাখতে হবে, শেখ মুজিব দলীয় নন, জাতীয়। মৃত্যুর ৩২বছর পর তিনি আর ব্যক্তি নন– ইতিহাসের নায়ক। তাকে দলীয় দৃষ্টিতে দেখা বা ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করার সুযোগ আর নেই। যত দিন যাচ্ছে, জনগণ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এবং নাগরিক সমাজের বৃহত্তর অংশের মধ্যে তার স্বীকৃতি বাড়ছে। সরকারের উচিত জনগণের হৃদয়ের সংকেত আর ইতিহাসের রায় মেনে নিয়ে সেই স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করা।